জ্ঞান ভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন

কমিউনিটি পর্যায়ে স্বনির্ভরতার একটি পদক্ষেপ

ড এম আলিমউল্যা মিয়ান

আই ইউ বি এ টি – ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস
এগ্রিকালচার এন্ড টেকনোলজি

www.iubat.edu/kbad

জ্ঞান ভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন

কমিউনিটি পর্যায়ে স্বনির্ভরতার একটি পদক্ষেপ

ড. এম আলিমউল্যা মিয়ান
পিএইচডি (ম্যানচেস্টার, ইংল্যান্ড), এমবিএ (ইন্ডিয়ানা, যুক্তরাষ্ট্র)

উপাচার্য ও প্রতিষ্ঠাতা
আইইউবিএটি-ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার এণ্ড টেকনোলজিঢাকা, বাংলাদেশ

আইইউবিএটি পরিচিতি

১৯৯১ সালে ড. এম আলিমউল্যা মিয়ান (১৯৪২-২০১৭)কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আইইউবিএটি-ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার এণ্ড টেকনোলজি বাংলাদেশে বেসরকারি পর্যায়ে প্রথম উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক পরিকল্পনা শুরু হয় ১৯৮০'র দশকে যা ১৯৮৯ সালে একটি কার্যপত্রে রুপ নেয় এবং ১৯৯১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক পাঠ্যক্রম ও অবকাঠামো গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে আইইউবিএটি'র প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সুদক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন। জন্মলগ্ন থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয় উৎকর্ষ ও স্বাধীন চিন্তার ধারক হিসাবে সুনাম গড়ে তুলছে।

আইইউবিএটি'র মূল শিক্ষাক্রমে আছে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে ৯টি প্রোগ্রাম, গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে ১টি এমবিএ প্রোগ্রাম এবং ডিপ্লোমা পর্যায়ে ২টি প্রোগ্রাম এবং ব্যাচেলর পর্যায়ে আরো ৮টি প্রোগ্রাম, মাস্টার্স পর্যায়ে ৭টি ও একটি পিএইচডি প্রোগ্রাম চালুর কার্যক্রম চলছে। বর্তমান বিশ্বে চাকুরী বাজারে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরেজিতে পারদর্শী করার জন্যে যথাযথ বিনিয়োগ ও পাঠ প্রক্রিয়া চালু রেখেছে। আইইউবিএটি'র শিক্ষামান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত। বিশ্বের অনেক আন্তর্জাতিকমানের বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা সংস্থার সাথে সম্পর্ক রয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক বিদেশী শিক্ষক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান এবং একই সাথে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়ের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। গবেষণা ও প্রকাশনা আইইউবিএটি'র বিদ্যাচর্চার সংস্কৃতিতে স্বীকৃতি পেয়েছে। ক্যাম্পাসে আধুনিক শিক্ষা সুবিধাদি ও বিভিন্ন ল্যাবরেটরী বিদ্যমান এবং তাতে ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের প্রচুর সুযোগ রয়েছে।

লেখক পরিচিতি

বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার এণ্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি)-র প্রতিষ্ঠাতা ড. এম আলিমউল্যা মিয়ান বাংলাদেশের কুমিল্লায় জন্মগ্রহন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স সমাপ্ত করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি এমবিএ ও যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার স্কুল অব বিজনেস থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

জ্ঞানগর্ভ ব্যক্তি ও বিভিন্ন শিক্ষামূলক পেশার অধিকারী ড. মিয়ান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডাইরেক্টর ও অধ্যাপক এবং সেন্টার ফর পপুলেশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসার্চ (সিপিএমআর) এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৯৪ সাল থেকে আইইউবিএটি'র উপাচার্য হবার আগে ১৯৯১ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশে ব্যবসা উন্নয়ন, শিক্ষা, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ব্যাপক বিষয়ে ৫১টি রচনাসহ শিক্ষামূলক ১৫টি বই এর প্রণেতা ও সহযোগী প্রণেতা, বহুমূখী গবেষণা ও প্রজেক্ট কনসালটেন্সি ছাড়াও তিনি বিশ্বের বিভিন্ন সম্মেলন সেমিনার ও ওয়ার্কশপে যোগদান করেন।

ড. মিয়ান সুইজারল্যান্ডের জেনেভাস্থ ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর লেবার এন্ড সোস্যাল সিকিউরিটি ল' এর নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেনে পড়াশুনা ও নাইজেরিয়াতে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসাবে তিনি এক সেমিস্টার কাজ করেন। শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এবং প্রিয় মাতৃভুমির উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টায় তিনি ৪০টি দেশ ভ্রমণ করেন।

প্রথম সংস্করণঃ আগস্ট ২০০৮, ঢাকা, বাংলাদেশ / দ্বিতীয় সংস্করণঃ এপ্রিল ২০১০, ঢাকা, বাংলাদেশ
তৃতীয় সংস্করণঃ নভেম্বর ২০১২, ঢাকা, বাংলাদেশ / চতুর্থ সংস্করণঃ এপ্রিল ২০১৩, ঢাকা, বাংলাদেশ
পঞ্চম সংস্করণঃ জুলাই ২০১৪, ঢাকা, বাংলাদেশ / ষষ্টম সংস্করণঃ
সপ্তম সংস্করণঃ অক্টোবর ২০১৫, ঢাকা, বাংলাদেশ / অষ্টম সংস্করণঃ মে ২০১৬, ঢাকা, বাংলাদেশ
নবম সংস্কারণঃ ফেব্রুয়ারী ২০১৮, ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদঃ শশাংক সাহা, সোক কম্পিউটার, sokdtp@gmail.com

আইএসবিএনঃ ৯৮৪-৭০০৬০-০০০৩-৭

ইউনিভার্সিটি-ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার এণ্ড টেকনোলজি
৪ এমব্যাঙ্কমেন্ট ড্রাইভ রোড, সেক্টর ১০, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা ১২৩০, বাংলাদেশ।
টেলিফোনঃ (৮৮ ০২) ৪৮৯৫ ৩৫২৩ (হান্টিং), ৫৮৯৫ ৪৪৬৯, ৫৮৯৫ ৫৪৭০, ০১৭১৪ ০১৪৯৩৩।
ফ্যাক্সঃ (৮৮ ০২) ৫৫০৯২৪৭২, ই-মেইলঃ info@iubat.edu | www.iubat.edu
www.iubat.edu/kbad

জ্ঞান ভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন

বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় প্রাকৃতিক ও আর্থিক সম্পদের পরিমাণ অতি নগণ্য। জনগণকে মানব সম্পদ হিসাবে উন্নয়ন করে ভৌত সম্পদের সীমাবদ্ধতা লাঘব করা এবং একই সাথে আর্থিক সম্পদ সৃষ্টির ভিত গঠন করা সম্ভব। জনগণকে মানব সম্পদ হিসাবে রূপান্তরের একটি প্রধান পন্থা হল জনমানুষের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন।

গুরুতর আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার ভিত্তি সম্প্রসারণের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত• বৃত্তি, উপবৃত্তি ও বেতন মওকুফের মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষা সম্প্রসারণের বিশেষ প্রয়াস এই প্রচেষ্টার একটি উলেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। শিক্ষা বিস্তারে অঞ্চল ভিত্তিক অসমতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামে এবং প্রতিটি শহর ও উপ-শহরের ওয়ার্ড/মহল্লায় অনেক উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বা আরো উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন তরুণ-তরুণী রয়েছে। তবে বাস্তবে দেখা যায় যে এসব শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের অধিকাংশের শিক্ষা ও দক্ষতা বাজারে চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বা তারা সুযোগ/সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিতে পারছে না। ফলে এই সমস্ত শিক্ষিত তরুণ-তরুণীগণ শিক্ষিত বেকাররূপে সমাজে বোঝা স্বরূপ পরিগণিত হচেছ, এবং তারা নিজেরাও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। বাজারমুখী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাতে বিনিয়োগকে উৎপাদনমুখী পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে বের করতে হবে। এই বিষয়টিই জ্ঞান ভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন ধারণার মূল পটভূমি।

বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি (এনজিও) পর্যায়ে ক্ষুদ্র-ঋণ পদ্ধতির মাধ্যমে অতি দরিদ্র ও বিশেষ শ্রেণীর জনগণকে কেন্দ্র করে এলাকা ভিত্তিক উন্নয়নের (গ্রাম ও শহরে) প্রচেষ্টা চালানো হচেছ। এই ক্ষুদ্র-ঋণ পদ্ধতির মাধ্যমে কিছুটা হলেও দারিদ্র উপশম হয়েছে, তবে বিভিন্ন কারণে অধিকাংশ গ্রহিতার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির কোন সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। এর ফলে জনগণ দারিদ্রের চক্রজালেই আবদ্ধ হয়ে আছে এবং দারিদ্রের ফাঁদ থেকে বেড়িয়ে আসতে পারছে না।

জ্ঞান ভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন (জ্ঞাভিএউ)

জ্ঞান ভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের আওতায় প্রতিটি গ্রামের/মহল্লার তরুণ-তরুণীদের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাজারমুখী (দেশে ও বিদেশে) জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন ডিগ্রী/ডিপ্লোমা/উচ্চ মাধ্যমিক উত্তর সার্টিফিকেট অর্জনের ব্যবস্থা করা হবে। আশা করা যায় যে এই ধরণের শিক্ষিত/প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তি নিজের পরিবার, প্রতিবেশী এবং গ্রাম সমাজকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন জ্ঞানের আলোকে সমৃদ্ধির দিকে টেনে নিতে পারবে। গ্রামেরই একজনের জ্ঞান ভিত্তিক সমৃদ্ধি অন্যদের কাছে উদাহরণ হিসাবে গণ্য হবে এবং গ্রামের অন্যান্য তরুণ-তরুণীদের উন্নতির পথ দেখাবে। তাদেরই একজনের এই অর্জন দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত গ্রামের জনগণের মাঝে আশার আলো জ্বালাতে পারে এবং তাদেরকে সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখাতে পারে। তবে এই তরুণ-তরুণীকে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্টানের প্রবেশ করার জন্য প্রথমেই নূন্যতম উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

জ্ঞান ভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন ধ্যান ধারণা বাস্তবায়নের জন্য যে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজন হবে তার প্রধান প্রতিবন্ধক হবে অর্থায়ন। ব্যক্তি বিশেষের পরিবারই এই শিক্ষা/প্রশিক্ষণের ব্যয়ভার বহন করবে বলে আশা করা যায়। তবে, বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক মন্দা অবস্থার কারণে অধিকাংশ পরিবারের পক্ষেই এমন শিক্ষার ব্যয় ভার বহন করা কঠিন হবে। শিক্ষা অর্থায়ন পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে এই সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে। বাংলাদেশ সরকার বা/এবং এনজিও গুলির শিক্ষা অর্থায়ন স্কীম প্রবর্তন ও পরিচালনার বিষয় বিবেচনা করা উচিত। এ ব্যাপারে একটি শিক্ষা ব্যাংক স্থাপন করা যেতে পারে যার মাধ্যমে একদিকে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জনগণ সামাজিক বিবর্তনের জন্য বাজারমুখী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নিতে পারবে এবং অন্যদিকে জ্ঞান ভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের মহতী স্বপ্নও বাস্তবায়নের পথ খুঁজে পাবে। এই প্রক্রিয়াতে দারিদ্র চক্র থেকে বেড়িয়ে আসা সম্ভব হতে পারে। শিক্ষা ব্যাংক এ ধরণের শিক্ষা অর্জনকারীদের অর্থায়নের একটি মাধ্যমে হতে পারে এবং তারা সহজশর্তে ফেরতযোগ্য শিক্ষা অর্থায়নের সুযোগ নিতে পারে। এই প্রক্রিয়া দারিদ্র্য চক্র ভাঙ্গার একটি মৌলিক কাঠামোগত পদক্ষেপ হতে পারে, আবার অন্যদিকে এই প্রক্রিয়াটি একটি অনুঘটক (catalyst) হিসাবে কাজ করতে পারে এবং মডেল হিসাবেও গণ্য হতে পারে।

শিক্ষা ব্যাংক শিক্ষাখাতে অন্যান্য গুরুত্বপর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহজশর্তে ঋণের মাধ্যম অর্থায়ন, শিক্ষকদেরকে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য অর্থায়ন ইত্যাদি। শিক্ষা ব্যাংকের পুঁজির সংস্থান হতে পারে বিভিন্ন উপায়ে, বিশেষ করে উন্নয়ন সংস্থা থেকে অনুদান ও অর্থায়ন এবং যে সব ব্যক্তির জনসেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং যারা যুক্তিসঙ্গত মাত্রায় পুঁজির উপর

লাভের প্রত্যাশা করেন তাদের কাছে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধি সৃষ্টিই হবে অনুদানকারীর ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত তৃপ্তি আর শেয়ার বিনিয়োগকারীর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত থাকবে একটি যুক্তিসঙ্গত হারে পুঁজির উপর আর্থিক মুনাফা। শিক্ষা ব্যাংকটি বাণিজ্যিক নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে তবে এর মূল বিনিয়োগের ক্ষেত্র হবে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং এ সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তোলা। শিক্ষা ব্যাংকটি একটি শিক্ষা সমবায়ের রূপ ধারণ করতে পারে।

আইইউবিএটি এবং জ্ঞাভিএউ

কমিউনিটি পর্যায়ে স্বনির্ভরতা অর্জনের একটি পদক্ষেপ হিসাবে, জ্ঞা ভি এ উ ধারনার আওতায় আইইউবিএটির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হচেছ প্রতিটি গ্রাম/মহল্লা থেকে অন্তত একজন করে পেশাদারী গ্র্যাজুয়েট তৈরী করা। এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য এবং জ্ঞা ভি এ উ এর ধারনাকে বাস্তবায়নের জন্য, আইইউবিএটিতে শিক্ষা অর্থায়নের জন্য পারিবারিকসম্পদের সম্পুরক হিসেবে সাহায্যের বিশেষ ব্যবস্থা আছে, যেমন স্কলারশীপ, অনুদান, বেতন মওকুফ, ডেফার্ড পেমেন্ট, শিক্ষাকালিন কর্মসংস্থান, বিশেষ সুবিধা, শিক্ষা অর্থায়ন (আইএমসিএসএল)-এর মাধ্যমে এবং অনুরুপ সাহায্য। আইইউবিএটির নীতি হল যোগ্যতা সম্পন্ন এবং পেশাদারী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী সব শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের আয়ের নিরিখে যথোপযুক্ত শিক্ষা অর্থায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়া।

শিক্ষা অর্থায়নের বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়ার জন্য আই ইউ বি এ টি ইতিমধ্যেই আইইউবিএটি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড (আই এম সি এস এল) নামে একটি শিক্ষামূলক সমবায় স্থাপন করেছে। আইএম সি এস এলের মূলধনী পুঁজির পরিমাণ হল ৫ কোটি টাকা যা ১০০ টাকা মানের ৫০০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত। আই এম সি এস এলের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো সদস্যদের এবং তাদের ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়দের উচচ শিক্ষা এবং পেশাদারী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা অর্থায়ন ও বৃত্তি প্রদানের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা। আই এম সি এস এল হলো বৃহত্তর পর্যায়ে শিক্ষা ব্যাংক স্থাপনের একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ। যে কোন ব্যক্তি আই এম সি এস এলের সদস্য হয়ে শেয়ার ক্যাপিটালে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা অর্থায়নের প্রচলনের পথ প্রশস্ত• করতে পারেন।

আই ইউ বি এ টি আইএমসিএসএলের মাধ্যমে পেশামূখী উন্নয়নের অর্থায়ন স্কীম চালু করেছে। এ ছাড়াও, বিভিন্ন অনুদানের মাধ্যমে শিক্ষা অথ্যায়নের জন্য আই ইউ বি এ টি তে একটি ফাইনান্সিয়েল এসিসটেন্স ফান্ড (এফএএফ) সৃষ্টি করা হয়েছে যার কলেবর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচেছ। অধিকন্তু আই ইউ বি এ টি তে পড়ার ফি, শিক্ষা উত্তর কালে ডেফার্ড পেমেন্ট সুবিধার আওতায় পরিশোধ করার ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। এফ এ এফ থেকে দেওয়া শিক্ষা অর্থায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাকালীন সময়ে কোন সার্ভিস চার্জ লাগে না, তবে আই এম সি এস এলের শিক্ষা অর্থায়ন বা ডেফার্ড পেমেন্ট সুবিধার আওতায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে অপরিশোধিত টাকার উপর সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে পেশায় নিয়োজিত হওয়ার পর ছেলে-মেয়েদেরকে মাসিক কিস্তিতে সার্ভিস চার্জসহ এই অর্থ পরিশোধ করতে হয়। শিক্ষার্থীর ডিগ্রি/ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে আয়ের সম্ভাব্যতার নিরিখে মাসিক কিস্তির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

এই সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আই ইউ বি এ টি ইতিমধ্যেই সীমিত পর্যায়ে জ্ঞান ভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন ধারণা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। এই ধারণাটি বৃহত্তর আকারে বাস্তবায়নের জন্য এখানে প্রস্তাব করা হয়েছে যে প্রতিটি গ্রাম বা মহল্লা থেকে একজন তরুণ-তরুণী নির্বাচন করা হবে এবং তাকে নিজের সম্পদ থেকে পূর্ণ ফি প্রদানের মাধ্যমে বা আই ইউ বি এ টি'তে প্রচলিত আংশিক ডেফার্ড টিউশন পেমেন্ট বা আই এম সি এস এল বা এফ এ এফ থেকে পেশা উন্নয়ন টিউশন অর্থায়ন সুযোগের সমাহারে একটি বাজারমূখী দক্ষতা সম্পন্ন ডিগ্রি/ডিপোমা/ সার্টিফিকেট অর্জনের সুযোগ দেওয়া হবে।

জ্ঞা ভি এ উ এর সম্প্রসারণ

এই ধারণাটি বাস্তবায়নের জন্য, বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষিত মানুষ তার জন্মস্থানের (গ্রাম/ওয়ার্ড/মহলা) একজন এইচ এস সি পাশ বা সম শিক্ষা মানের তরুণ-তরুণীকে আই ইউ বি এ টি র কোন ডিগ্রি/ডিপোমা/সার্টিফিকেট প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। বর্তমানে আই ইউ বি এ টি তে বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন, কম্পিউটার সাইন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার, ইকনমিক্স, ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট এবং নার্সিং এর উপর পেশাদারি শিক্ষাক্রম চালু আছে।

ভর্তিতে উদ্বুদ্ধ করা ছাড়াও তাঁর কাজ হবে ছাত্র/ছাত্রীর পারিবারিক আর্থিক অবস্থার একটি মূল্যায়ন করে তাদের প্রোগ্রাম সম্পর্কিত ফিস শিক্ষাকালীন সময়ে পরিশোধ করার ক্ষমতা কতটা আছে তা নির্নয় করা এবং যারা শিক্ষাকালীন সময়ে সম্পূর্ণ ফিস প্রদান করতে পারবে

না তাদের জন্য আই ইউ বি এ টি তে প্রচলিত ডেফার্ড পেমেন্ট বা অন্য কোন বিকল্প সুবিধার আওতায় অর্থায়ন প্রদানের জন্য আই ইউ বি এ টি -কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা। পেশামূলক শিক্ষা এবং আর্থিক সহায়তার সুযোগ সম্পন্ন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষার্থীদেরকে রেফার করা যেতে পারে।

উপুর্যপরি সমাজের এই ব্যক্তির করনীয় হবে তার পাঠানো ছাত্র/ছাত্রীটিকে মান সম্পন্ন উচচ শিক্ষায় ধাতস্ত হওয়ার কঠিন সময়টুকুতে লেখা পড়ায় উৎসাহ প্রদান এবং মানসিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া। পাঠানো শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্বন্ধে রেফারীকে শিক্ষাকালীন সময়ে অবহিত করা হবে যাতে তিনি একদিকে এ সম্বন্ধে তথ্য পেতে পারেন এবং অন্যদিকে লেখাপড়ায় তাকে অব্যাহতভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। আই ইউ বি এ টি শিক্ষার্থীর পাশ করে কর্মজীবনে প্রবেশ না করা পর্যন্ত প্রতি সেমিষ্টারের ফলাফল রেফারীর নিকট পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। এর ফলে রেফারী ছাত্র/ছাত্রীর ব্যক্তিসত্তার উন্নতিতে তার অবদানের প্রতিফলন দেখতে পাবেন।

এই ভর্তি প্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি এলাকা উন্নয়নে জ্ঞান/দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জন্মস্থানের ঋণ পরিশোধের সুযোগ পাবেন এবং একই সাথে তার কমিউনিটিতে স্বনির্ভরতার বীজ বপন করবেন।

উপসংহার

জ্ঞান ভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন ধারণা জনগণের একটি অংশকে দারিদ্রের বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে সমৃদ্ধির যুগে প্রবেশের জন্য তৈরী করার একটি বলিষ্ঠ উদ্যোগ।

শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন অর্থাৎ জ্ঞান ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সম্পদ এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

জ্ঞানের ভিত্তিতে সমৃদ্ধশালী স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার এই মহতী প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ জাতির জন্য একটি অনুকরণীয় প্রত্যয়ের জন্ম দেবে। এর ফলে দেশের উন্নয়ন ও আত্ম মর্যাদাশীল সম্পদশালী জাতি গঠনের পথ প্রশস্ত হবে।

বাস্তবায়নের অগ্রগতি

জ্ঞান-ভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের ধারণাটিকে আইইউবিএটি র শিক্ষা দর্শনে কার্যকর করা হয়েছে। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সামাজিক গতিশীলতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এতে অংশগ্রহণ করতে পারে। জ্ঞান-ভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের ধারণাটি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পেশামুখী উচ্চ শিক্ষায় যোগ্যতাসম্পন্ন যুব-সম্প্রদায়ের অধিকতর হারে অংশগ্রহনের মাধ্যমে একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে উচ্চ শিক্ষার তাৎপর্য বহন করে।

জ্ঞান-ভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের ধারণাটিতে বাংলাদেশের সামগ্রিক ভৌগলিক এলাকা তথা সকল সামাজিক শ্রেণীসমুহ, অল্প সুবিধাভোগী ও সুবিধা বঞ্চিতদের উচ্চ শিক্ষার আওতায় আনার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ধারণাটি আইইউবিএটি একটি বিশেষ নীতিমালার মাধ্যমে প্রতিফলিত করেছে যার মূলমন্ত্র হচ্ছে যোগ্যতা সম্পন্ন এবং পেশাদারি উচ্চ শিক্ষা গ্রহনে আগ্রহী সকল শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের আয়ের নিরিখে বিদ্যমান বা নতুন যথোপযুক্ত শিক্ষা অর্থায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়া। এর প্রকৃত অর্থ হল যে, যে কোন উপায়ে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর পারিবারিক সম্পদের সম্পূরক হিসেবে সাহায্যের ব্যবস্থা করা। এই বিশেষ ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে যেমন বৃত্তি, মঞ্জুরী, বিনামূল্যে অধ্যয়ন, ফি মওকুফ, ডেফার্ড পেমেন্ট, শিক্ষাকালীন কর্মসংস্থান, বিশেষ সুবিধা, আইএমসিএসএল এর মাধ্যমে শিক্ষা অর্থায়ন অথবা ফিনান্সিয়াল এসিস্টেণ্ট ফাণ্ড (এফএএফ) থেকে সার্ভিস চার্জহীন শিক্ষা অর্থায়ন। বিগত বছরগুলিতে এ সকল বন্দোবস্তের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষায় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অধিকতর অংশগ্রহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভৌগলিকভাবে ক্রমপর্যায়ে প্রতিটি উপজেলা, প্রতিটি ইউনিয়ন, প্রতিটি গ্রাম এবং সর্বশেষে প্রতিটি যৌথ পরিবার থেকে একজন করে আইউবিএটি'র পেশামুখী স্নাতক ডিগ্রিধারী ব্যাক্তির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নই এর লক্ষ্য। এর তাৎপর্য হল আইইউবিএটি শুধুমাত্র কত সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি হল তার চেয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ভৌগলিক ও সামাজিক ব্যাপ্তির বিষয়ে বেশি সজাগ।

ব্যাপ্তি

ব্যাপক বিস্তৃতি ও বর্ধিত অংশগ্রহন নিশ্চিত করার জন্য আইইউবিএটি বিভিন্ন ধরণের পন্থা অবলম্বন করেছে, যেমন বিদ্যমান ফি এর উপর বিভিন্ন হারে রিবেট এর সূচনা করার মাধ্যমে ২০০৬ সাল থেকে স্ট্যান্ডার্ড ফি থেকে রেহাই দেয়া হচ্ছে এবং অদ্যাবধি পাঁচটি প্রোগ্রামে এ সুবিধা বিদ্যমান আছে। এইচএসসি, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, আলিম এবং কৃষি, নার্সিং, টেক্সটাইল, ফরেষ্ট্রি, প্রিন্টিং, সিরামিক/গ্লাস, জরিপ, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, জুট টেকনোলজি এবং হেল্থ টেকনোলজি ও সার্ভিস অথবা বাণিজ্যে ডিপ্লোমা, জিসিই এবং জিইডি শিক্ষার্থীদের ব্যাচেলর ডিগ্রি প্রোগ্রামগুলোতে এবং ব্যাচেলর ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারীদের জন্য এমবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি ও শিক্ষাকালিন মেধা বৃত্তির সুচনা করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

বিভিন্ন সেমিষ্টারে এইচএসসি পাশ করা শিক্ষার্থীদের মেধা বৃত্তির সংখ্যা নিম্নের স্বারণীতে দেখানো হল। ডিপ্লোমা, জিসিই ও জিইডি শিক্ষার্থী তথা মাস্টার্স প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদেরকেও এইরূপভাবে মেধাবৃত্তি দেয়া হয়েছে।

জ্ঞান ভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের আওতায় আইইউবিএটি তে বিভিন্ন সেমিষ্টারে ১০০% বৃত্তি প্রাপ্তদের সংখ্যা

সেমিস্টার	শিক্ষার্থীর %	সেমিস্টার	শিক্ষার্থীর %
স্প্রিং ২০১৮	২০.০০	স্প্রিং ২০১৬	১৩.৬৯
ফল ২০১৭	০৬.০০	ফল ২০১৫	০৫.৪৯
সামার ২০১৭	১১.০০	সামার ২০১৫	১৪.৪৫
স্প্রিং ২০১৭	১৬.০০	স্প্রিং ২০১৫	১৮.৭০
ফল ২০১৬	০৮.০০	ফল ২০১৪	১৫.৪৯
সামার ২০১৬	১৩.০০	সামার ২০১৪	২৩.৫৫

বৃত্তিসমূহ

ভর্তির সময় মেধা বৃত্তি

এসএসসি, এইচএসসি, এ লেভেল ও সমমানের পরিক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ব্যাচেলর ও ডিপ্লোমা প্রোগ্রামে ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়। চলমান সেমিস্টারে এই মেধা বৃত্তির হার নিম্নরূপঃ

এইচএসসি ও সমমানের যোগ্যতার ক্ষেত্রে:

জিপিএ	মেধা বৃত্তির হার
৫.০০	১০০%*
৪.৮০-৪.৯৯	৫০%
৪.৫০-৪.৭৯	২৫%
৪.০০-৪.৪৯	১৫%
৩.৭৫-৩.৯৯	১০%

*এসএসডিতেও জিপিএ ৫.০০ থাকতে হবে।

ডিপ্লোমা ও সমমানের যোগ্যতার ক্ষেত্রে:

জিপিএ	মেধা বৃত্তির হার
৩.৮০-৪.০০	১০০%
৩.৬০-৩.৭৯	৫০%
৩.৩৫-৩.৫৯	২৫%
২.৯০-৩.৩৪	১৫%
২.৫০-২.৮৯	১০%

আইইউবিএটি তে মাস্টার্স পর্যায়ে অধ্যায়নের ক্ষেত্রে মেধা বৃত্তির হার নিম্নরূপঃ

মাস্টার্স, অনার্স, পাশ লেভেল ও সমমানের যোগ্যতার ক্ষেত্রেঃ

ফলাফল/অর্জন	মেধা বৃত্তির হার
এসএসসি, এইচএসসি ও মাস্টার্স/অনার্স/ডিগ্রির তিনটিতেই প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ডিগ্রিধারী	৭০%
মাস্টার্স/ডিগ্রিসহ যেকোন দুইটিতে প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ডিগ্রিধারী	৬০%
এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরিক্ষায় প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত যেকোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ডিগ্রিধারী	৫০%
বিএ, বিএসসি, বিকম অনার্স অথবা পাশ ডিগ্রিতে ৫০% নম্বর প্রাপ্ত ডিগ্রিধারী	৪০%
বিএ, বিএসসি, বিকম অনার্স অথবা পাশ ডিগ্রিতে ৪০-৪৯% নম্বর প্রাপ্ত ডিগ্রিধারী	৩০%

আইইউবিএটি গ্র্যাজুয়েটদের ক্ষেত্রেঃ

সিজিপিএ	মেধা বৃত্তির হার
৪.০০	১০০%
৩.৭৫-৩.৯৯	৬৫%
৩.৫০-৩.৭৪	৪৫%
৩.০০-৩.৪৯	৩৫%
২.৫০-২.৯৯	২৫%

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যজুয়েটদের ক্ষেত্রেঃ

সিজিপিএ	মেধা বৃত্তির হার
৪.০০	১০০%
৩.৭৫-৩.৯৯	৬০%
৩.৫০-৩.৭৪	৪০%
৩.০০-৩.৪৯	৩০%
২.৫০-২.৯৯	২০%

প্রোগ্রাম চলাকালীন মেধাবৃত্তি
যে সকল শিক্ষার্থী ভর্তির সময় কোন মেধা বৃত্তি পান না তারা প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়ে সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ৪.০০ অর্জন করার মাধ্যমে ৫০% টিউশন ফি মেধাবৃত্তি পেতে পারেন।

অধ্যায়নকালীন মেধাবৃত্তি
আইইউবিএটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালীন সময়ে যে সকল শিক্ষার্থী পরপর ৩ সেমিষ্টারে সিজিপিএ ৪.০০ এর মধ্যে ৪.০০ পায় তাদেরকে অধ্যায়নকালীন মেধাবৃত্তি দেয়া হয়। এই মেধাবৃত্তির সনদ ও নগত ১০,০০০ (দশ হাজার টাকা) পুরস্কার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়।

সমতা বৃত্তি
মেধাবৃত্তির পাশাপাশি ছাত্রীদের ছাত্রদের চেয়ে ১৫% বেশি টিউশন মওকুফ বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও মেধাবী তবে অস্বচ্ছল ছাত্রীদের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র আব্দুস সালাম ফুল-বোর্ড বৃত্তি ও জলি হামিদ বৃত্তি রয়েছে।

আইইউবিএটি গ্রীন লিফ বৃত্তি
চা বাগানের কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততীদের জন্য আইইউবিএটি গ্রীন লিফ বৃত্তি তহবিলের আওতায় একটি সাদ ক্যামেলিয়া বৃত্তি রয়েছে যা সুইডেন এর এক ভদ্রমহিলা মিস কেয়া সাদ টেংমার্ক এর প্রাথমিক অর্থায়নে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই তহবিলের আওতায় ফুল-বোর্ড বৃত্তি বিদ্যমান আছে।

সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার বৃত্তি
খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিতে স্বীকৃত শিক্ষার্থীদেও জন্য আছে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক বৃত্তি।

উপরে উল্লেখিত বৃত্তিগুলো ছাড়াও, দাতাদের অনুদান থেকে সৃষ্ট আইইউবিএটি তে ২৬টি বৃত্তি ছালু আছে যা প্রত্যেক সেমিষ্টারে মেধা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

উপরে বর্ণিত ভর্তির সুবিধা, বিশেষ ছাড় এবং লাগসই আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যক ও ব্যাপ্তির ছাত্র-ছাত্রী আইইউবিএটির শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে। বাংলাদেশী যে সকল শিক্ষার্থী আইইউবিএটি থেকে পাশ করেছে বা আইইউবিএটি তে পড়ছে তাঁদের বাসস্থান বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, আইইউবিএটি তে দেশের প্রতিটি জেলার প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। বাংলাপেডিয়া অনুযায়ী দেশে ৫৫০ টি উপজেলা/থানা আছে এবং আইইউবিএটি'র গ্র্যাজুয়েট ও শিক্ষার্থীর বাসস্থান বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে তারা দেশের ৫২৯ টি উপজেলা/থানা থেকে এসেছে। নিম্নে দেয়া মানচিত্রে ইহার প্রতিফলন দেখা যায়। অতএব, আইইউবিএটি র এই উপজেলা/থানা ভিত্তিক কর্মসূচীর শতভাগ বিস্তৃতি নিশ্চিত করতে আর মাত্র ৩.৮৮ শতাংশ উপজেলা/থানা আওতায় আনার বাকি রয়েছে। শতভাগ উপজেলা/থানা আওতায় আনার পরবর্তি লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি ইউনিয়ন/ওয়ার্ড অতঃপর প্রতিটি গ্রাম/মহল্লা ব্যাপি বিস্তৃতি নিশ্চিত করা। আইইউবিএটি তে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামকে (৮৭,৯৬৩) প্রতিফলিত করার লক্ষ্য একটি দূরূহ কাজ বলে প্রতিয়মান হলেও ইহা করা সম্ভব।

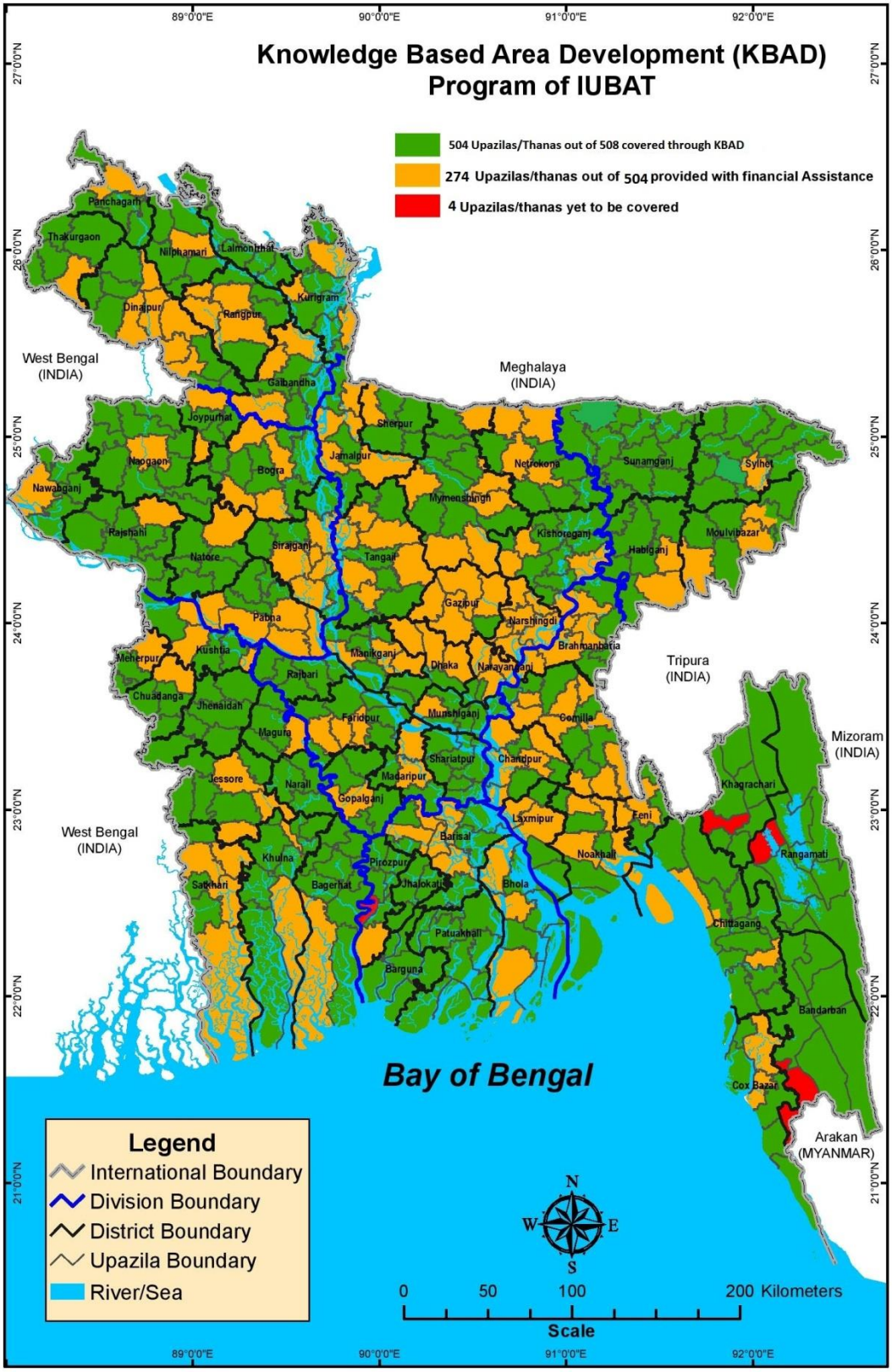

Knowledge Based Area Development (KBAD)
Program of IUBAT
504 Upazilas/Thanas out of 508 covered through KBAD
274 Upazilas/thanas out of 504 provided with financial Assistance
4 Upazilas/thanas yet to be covered
West Bengal (INDIA)
Meghalaya (INDIA)
Tripura (INDIA)
Mizoram (INDIA)
Arakan (MYANMAR)
Bay of Bengal
Panchagarh
Thakurgaon
Nilphamari
Lalmonirhat
Kurigram
Dinajpur
Rangpur
Gaibandha
Joypurhat
Sherpur
Jamalpur
Naogaon
Bogra
Nawabganj
Rajshahi
Natore
Sirajganj
Tangail
Mymensingh
Netrokona
Sunamganj
Sylhet
Kishoreganj
Habiganj
Moulvibazar
Gazipur
Narshingdi
Brahmanbaria
Pabna
Kushtia
Meherpur
Manikganj
Dhaka
Narayanganj
Rajbari
Chuadanga
Jhenaidah
Magura
Faridpur
Munshiganj
Comilla
Shariatpur
Chandpur
Jessore
Narail
Madaripur
Gopalganj
Khagrachari
Laxmipur
Feni
Barisal
Noakhali
Rangamati
Khulna
Pirozpur
Satkhira
Bagerhat
Jhalokati
Bhola
Chittagong
Patuakhali
Barguna
Bandarban
Cox Bazar
Legend
International Boundary
Division Boundary
District Boundary
Upazila Boundary
River/Sea
N
W
E
S
0 50 100 200 Kilometers
Scale
89°0'0"E
90°0'0"E
91°0'0"E
92°0'0"E
27°0'0"N
26°0'0"N
25°0'0"N
24°0'0"N
23°0'0"N
22°0'0"N
21°0'0"N

শুধুমাত্র ভৌগলিক বিস্তৃতির মাধ্যমেই নয় বরং আইইউবিএটি র গ্র্যাজুয়েটদের দেশে-বিদেশে উদ্যোগী কর্মকাণ্ড ও চাকুরীতে অবস্থানের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে সামাজিক পরিবর্তনে নিয়োজিত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য বহুলভাবে অর্জিত হচ্ছে। আইইউবিএটি র গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে কেউ বেকার নেই বললেই চলে।

আর্থিক সহযোগীতা

বিস্তৃতির পাশাপাশি আর্থিক দৃষ্টিকোন থেকে বৈষম্যহীন নীতি প্রায় ২৩.৪০%(২,৮৫৬) আর্থিকভাবে অনগ্রসর শিক্ষার্থীকে আইইউবিএটি র জ্ঞান-ভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের আওতায় পেশামুখী উচ্চ শিক্ষা গ্রহনে সক্ষম করেছে। তারা তাদের পারিবারিক সম্পদের সম্পুরক হিসেবে বিভিন্ন ধরণের আর্থিক সহযোগিতা গ্রহন করেছে যেমন ডেফার্ড পেমেন্ট, আইএমসিএসএল থেকে শিক্ষা অর্থায়ন অথবা এনএআইডি ও ফিনান্সিয়াল এসিস্টেন্ট ফান্ড (এফএএফ) এর আর্থিক সহযোগিতা। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক, সর্বমোট প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থীকে টিচিং এসিস্টেন্ট, রিসার্স এসিস্টেন্ট অথবা পুর্ণকালীন চাকুরী ইত্যাদি ধরণের ক্যাম্পাস জব প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা করা হয়েছে। প্রতি সেমিস্টারে প্রায় ২৮ জন শিক্ষার্থীকে মেধা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে আইইউবিএটি র শুভাকাংখিদের অনুদান থেকে সৃষ্ঠ ২৭টি স্থায়ী তহবিল থেকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

এতিম কিশোরদের পেশাজীবি'তে উন্নত করার জন্য একটি পরীক্ষামূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনওয়াইড এ্যসোসিয়েশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (এনএআইডি) অর্থায়নে ৪জন এতিম শিক্ষার্থী আইইউবিএটি তে অধ্যয়নের জন্য টিউশন ফি বাবদ সার্ভিস চার্জ ফ্রি শিক্ষা অর্থায়নের পাশাপাশি থাকা-খাওয়া বাবদ প্রতি মাসে জনপ্রতি মঞ্জুরী হিসেবে ৪,০০০/- টাকা করে পেয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সকল চা বাগানের কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত গ্রীন লিফ স্কলারশিপ ফাণ্ড (জিএলএসএফ) এর আওতায় সুইডেনের জনাব কেয়া সাদ টেংমার্ক এর অনুদান থেকে সাদ ক্যমেলিয়া স্কলারশিপ চালু করা হয়েছে যার অধীনে ইতিমধ্যেই চা বাগানের দুই জন শিক্ষার্থী আইইউবিএটি র ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রামে অধ্যায়ন করছে। স্কলারশিপ থেকে উক্ত দুই জন শিক্ষার্থীর পড়ালেখার সকল খরচ বহন করা হয় এবং একজন জনহিতৈষী ব্যাক্তি তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

উপরোক্ত শিক্ষার্থীগণ বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থী, কারণ তারা আর্থিক সহযোগিতা না পেলে কখনও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়ালেখা করার সুযোগ পেতো না। আইইউবিএটি তে আর্থিক সহযোগীতার মূল্যায়ন, তথ্য সংরক্ষণ, পরিশোধ, অন্যান্য সহযোগিতা তথা ভর্তিপূর্ব, অধ্যয়নকালিন ও গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তিকালে পরামর্শ প্রদানের জন্য বিস্তারিত প্রক্রিয়া প্রণয়ন করেছে। প্রক্রিয়াটি পরীক্ষিত এবং বর্তমানে কার্যকর আছে।

বার হাজারের অধিক শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে প্রায় ২৩.৪০% শিক্ষার্থী আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করেছে এবং ২০.১৫% শিক্ষার্থী ১০০% টিউশন বৃত্তি পেয়েছে। আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভৌগলিক অবস্থান *ব্যাপ্তি* সেকশনে প্রদত্ত মানচিত্রে দেখা যেতে পারে। এই সব শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে, যেমন সকল (৬৪টি) জেলা এবং ৫৫০ টি উপজেলা/থানার মধ্যে ২৭৬টি উপজেলা/থানায় জ্ঞান-ভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের আওতায় পেশাদারী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণকারী ছেলে-মেয়েদেরকে দেখা যায়।

গ্র্যাজুয়েটদের কর্মসংস্থান

দেশের তথাকথিত বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের প্রেক্ষিতে যেসকল শিক্ষার্থী আইইউবিএটি তে আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে অধ্যয়ন করেছে তারা কতটুকু কর্ম উপযোগী হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে কারণ তাদের অনেকেই এসেছে সমাজের অনগ্রসর অংশ থেকে। প্রায় ৪০% আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্ত শিক্ষার্থী গ্র্যাজুয়েট হয়েছে এবং ৩৫% শিক্ষার্থী আইইউবিএটি তে পড়াশুনা করছে। প্রায় ২৫% শিক্ষার্থী আইইউবিএটি তে তাদের অধ্যয়ন স্থগিত/রহিত/বন্ধ করেছে তবে এদের অনেকেই অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে। যারা আইইউবিএটি তে থেকে তাদের পড়ালেখা সম্পন্ন করেছে তাদের একটি অনানুষ্ঠানিক সমীক্ষায় নিম্নলিখিত অবস্থা জানা গেছে।

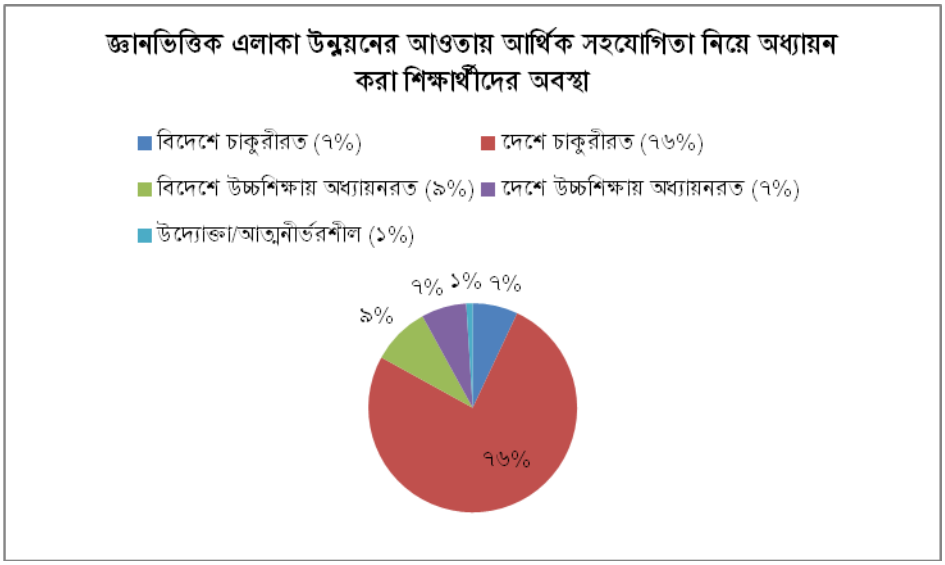

যে সকল শিক্ষার্থী আইইউবিএটি তে অধ্যয়ন স্থগিত/রহিত/বন্ধ করেছে তাদের উপর একটি অনানুষ্ঠানিক সমীক্ষায় যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে কয়েকটি প্রধান কারণ ফুটে উঠেছে যেমন শিক্ষাগত ঝুঁকি, ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদান সমস্যা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে পড়ালেখা শেষ করা বা আইইউবিএটি তে যতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করেছে তার ভিত্তিতেই সন্তোষজনক চাকুরী পাওয়া।

তাই আর্থিক সহযোগিতার কর্মসূচি শুধু অনেকের জন্য পেশাদারী শিক্ষার দ্বার উন্মুক্তই করেনি বরং তাদের সামাজিক গতিশীলতায়ও প্রাণ সঞ্চার করেছে। তারা তাদের জনগোষ্ঠির মধ্যে পেশামূখি শিক্ষার জন্য সম্মানিত হয়েছে এবং একই সাথে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে সন্তুষ্টি বয়ে এনেছে। একই সাথে এই প্রক্রিয়াতে তারা একটি সীমিত বলয়ে জ্ঞানভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন ধারণার আলোকে পেশাভিত্তিক সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করছে।

গ্র্যাজুটেদের কিছু প্রামাণ্য কেস স্টাডি

ডেফার্ড পেমেন্টে ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্স (ডিসিএস) এর দৃষ্টান্তঃ এই শিক্ষার্থীটি কুমিল্লা জেলার একটি সুদুর গ্রাম থেকে এসেছিল যার পরিবারের কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান ছিল। তাকে ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার সায়েন্সে (ডিসিএস) প্রোগ্রামে ভর্তি করানো হয় এবং সে আইইউবিএটি র আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা গ্রহণে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখিন হয়। বহু ধৈর্য্যসাপেক্ষ শিক্ষকরা এই ব্যক্তিকে আধুনিক বসবাস ও শিক্ষার অভ্যাস গড়তে সহযোগিতা করে এবং ফলশ্রুতিতে সে ডিসিএস সনদ অর্জন করে। শিক্ষা সমাপনান্তে সে তাৎক্ষণিকভাবে একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকুরী পায় এবং তারপর বাংলাদেশের একটি এয়ার লাইন কোম্পানিতে সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে কাজ করে অতঃপর ইংল্যান্ডে যান এবং সেখান থেকে কম্পিউটিং ও ইনফরমেশন সিস্টেম এর উপর বিএসসি ও এমএসসি করেন। এছাড়াও সেখান থেকে সে সিসিএনএ সনদ অর্জন করে।

ডেফার্ড পেমেন্টে ব্যাচেলর অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) এর দৃষ্টান্তঃ নীলফামারী জেলার মঙ্গা আক্রান্ত এলাকা থেকে একজন যুবককে আইইউবিএটি তে সম্ভাব্য চাকুরীর জন্য পাঠানো হয়েছিল যেহেতু মঙ্গা পরিস্থিতির কারণে তার পড়ালেখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে চলে আসায়, আইইউবিএটি তে তার প্রশিক্ষণ, চাকুরী ও এইচএসসি পর্যন্ত পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি করে বিধায় সে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ প্রোগ্রামে ডেফার্ড পেমেন্টে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। টিকে থাকার জন্য তাকে পড়ালেখা ও কাজের সুবিধা দেওয়া হয় এবং তাকে কঠোর পরিশ্রমী দেখা যায় এবং সে ভালভাবেই শিক্ষার করণীয়গুলো পালন করে। বিবিএ ডিগ্রি অর্জনের পর সে এমবিএ প্রোগ্রামে অধ্যয়ন করে, কিন্তু তার বিবিএ ডিগ্রি এমবিএ প্রোগ্রামে অধ্যয়নের ব্যয় ভার বহনে তাকে সক্ষম করে। সে তার পরিবারের প্রথম গ্র্যাজুয়েট এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে এর ইতিবাচক প্রভাব পরেছে যারা পেশামুখী উচ্চ শিক্ষার জন্য তার প্রেরণাজনিত এবং আর্থিক সহযোগিতার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছে। পাশাপাশি, সে তার সম্প্রদায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একজন প্রবর্তনকারী যেখানে আয় সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য সম্প্রদায়টিকে প্রযুক্তি ও তথ্য সেবা দেয়ার জন্য একটি বেসরকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, যা আট জন লোকের কর্ম সৃষ্টি করেছে। এভাবেই সে উক্ত সম্প্রদায়ে একটি আদর্শ হয়েছে যা জ্ঞানভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের উদ্দেশ্যের নিখুত দৃষ্টান্ত।

উৎসাহ প্রদানকারী বিসিএস গ্র্যাজুয়েটঃ এই ব্যক্তি যশোর থেকে পলিটেকনিক ডিপ্লোমা করে আইইউবিএটি তে এসেছিল ডেফার্ড পেমেন্টে ব্যাচেলর অব কম্পিউটার সায়েন্স (বিসিএস) প্রোগ্রামে অধ্যয়ন করার জন্য। সে পড়ালেখা সম্পন্ন করার পর একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে অতঃপর সুইডেনে যায় কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স করার জন্য এবং ফিরে এসে অন্য একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে এবং পরবর্তিতে পিএইচডি করার জন্য ইউ.কে. যায়। আইইউবিএটি র কম্পিউটার সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট তার শিক্ষা জীবনে যে ভিত্তি স্থাপন করেছে তাই তাকে ইউরোপের দুটি দেশে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনসহ সফল কর্মজীবন গঠনে সক্ষম করেছে।

ব্যবসায়ী উদ্দোক্তার গল্পঃ বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সে ভর্তির জন্য ইন্টার সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড অযোগ্য বলে প্রতিপাদন করলে এই ক্যাডেট কলেজের সনদধারী আইইউবিএটি তে আসে ডেফার্ড পেমেন্টে ব্যাচেলর অব বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেশন (বিবিএ) প্রোগ্রামে পড়ালেখা করার জন্য। বিবিএ ডিগ্রি সমাপনান্তে সে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করে এবং পর্যায়ক্রমে টেলিকম সেক্টরে একটি বৃহৎ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে যা যোগ্যতাসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ারসহ প্রায় ৭০জন লোকের কর্মসংস্থান করেছে। প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে যা তার বিশেষত্ত এবং আইইউবিএটি র কলেজ অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষনের গুণগত মানের প্রতিফলন।

বিএসইইই এর গল্পঃ এই ব্যক্তি ঢাকা শহর থেকে এসেছিল এবং ডেফার্ড পেমেন্টে ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন ইলেক্ট্রিক্যাল এণ্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (বিএসইইই) প্রোগ্রামে ভর্তি হয়। শিক্ষা সমাপনান্তে সীমিত কাজের অভিজ্ঞতা নিয়ে সে সুইডেনে যায় ইলেক্ট্রিক্যাল এণ্ড ইলেক্ট্রনিক্স এ মাস্টার্স পড়ার জন্য। বিএসইইই প্রোগ্রাম এবং জ্ঞানভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের সুবিধাই তাকে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতামুলক শিক্ষার পরিবেশে অবস্থান নিতে সক্ষম করে।

বিএটিএইচএম এর গল্পঃ ব্যক্তিটি মঙ্গা প্রভাবিত রংপুর জেলা থেকে এসেছিল এবং ডেফার্ড পেমেন্টে ব্যাচেলর অব ট্যুরিজম এণ্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (বিএটিএইচএম) প্রোগ্রামে ভর্তি হয়েছিল। শিক্ষা সমাপনান্তে সে একটি স্থানীয় হোটেল ইন্ডাস্ট্রি থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে পরবর্তিতে ইউনাইটেড আরব ইমিরেটস এর একটি প্রতিষ্ঠানে ভাল পদে চাকুরী করার সুযোগ পায় যা তার পরিবারের উন্নয়নের পথ সুগম করে।

বিএসএমই প্রোগ্রামের গল্পঃ পলিটেকনিক ডিপ্লোমা করে সে ময়মনসিংহ জেলা থেকে এসে জ্ঞানভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের আওতায় আইইউবিএটি র ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (বিএসএমই) প্রোগ্রামে ভর্তি হয়। শিক্ষা সমাপনান্তে সে দেশের একটি বৃহৎ গ্যাস সরবরাহকারী কোম্পানীতে একজন নির্বাহী হিসেবে যোগদান করে যা তার ব্যক্তিগত ক্রমোন্নতি এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ে কাজ করার পথ সুগম করে।

এমবিএ এর গল্পঃ এই ব্যক্তি যশোর থেকে এসে ডেফার্ড পেমেন্টে আইইউবিএটি র মাস্টার অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) প্রোগ্রামে ভর্তি হয়। এই শিক্ষা তাকে একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপকের পদ অর্জনে সক্ষম করে।

বিএসএজি এর গল্পঃ কৃষি বিষয়ে ডিপ্লোমা করা পাবনার এই ব্যক্তি আইইউবিএটি র ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন এগ্রিকালচার (বিএসএজি) প্রোগ্রামে ডেফার্ড পেমেন্টে ভর্তি হয়। অধ্যয়নের শেষে প্র্যাক্টিকাম করার মাধ্যমে সে বাংলাদেশের একটি বৃহৎ গ্রুপ অব কোম্পানীতে কৃষিবিদ হিসেবে চাকুরী পায়। শিক্ষা সমাপনান্তে সে এখন একজন ব্যবস্থাপকের পদে অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছেন।

জ্ঞানভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা

ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি ৫০ মিলিয়ন শেয়ার মূলধন নিয়ে আইইউবিএটি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড (আইএমসিএসএল) নামে একটি শিক্ষা সমবায় চালু করেছে। আইএমসিএসএল এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে তহবিল একত্রিকরণ/সংগ্রহ করা এবং তা পরিশোধযোগ্য ঋণ ও বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সদস্য তথা তাদের উপর নির্ভরশীলদের শিক্ষার অর্থায়ন করা। এটা শিক্ষা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার একটি পূর্ব সূচনা। প্রায় ২১,২০০ জন সদস্য বৃদ্ধির মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জনে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এর ফলে এপ্রিল ২০১৬ ইং পর্যন্ত সদস্য তহবিলে ৪.২৪ মিলিয়ন টাকা এবং শেয়ার মূলধনে ১২.৫৭ মিলিয়ন টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি, সদস্যদের জমা এবং সঞ্চয়ের পরিমাণ হয়েছে প্রায় ৫.৬০মিলিয়ন টাকা। এভাবেই ছোট খাটো একটি ভিত্তি নিয়ে গড়ে উঠা আইএমসিএসএল জ্ঞানভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের ধারণাকে কার্যকরকরণে উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

অর্থনৈতিকভাবে সমস্যাজর্জরিত যোগ্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদানের জন্য আইইউবিএটি একটি ফাইনান্সিয়াল এসিস্টেন্ট ফাণ্ড (এফএএফ) প্রতিষ্ঠা করেছে। এই বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তহবিলটি বিভিন্ন প্রকার অনুদান থেকে সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং সম্পুর্ণ আলাদাভাবে রাখা এই তহবিলটি স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে। অদ্যাবদি প্রায় ২১,৮২,৯৭২ টাকার তহবিল সৃষ্টি হয়েছে। হত দরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততীদের উচ্চ শিক্ষা সহযোগিতার জন্য আইইউবিএটি র প্রত্যেক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রতি মাসে এই তহবিলে কিছু করে অবদান রাখছেন।

এভাবেই জ্ঞানভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা একটি সমবায় এবং এফএএফ প্রতিষ্ঠায় রূপ নিয়েছে। একই সময়ে শিক্ষা সমবায়কে কার্যকরভাবে সহায়তা তথা শিক্ষা ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করার জন্য কিছু কর্ম পদ্ধতির সুচনা করা হয়েছে। আইএমসিএসএল পরিচালনা স্বয়ংক্রিয়করণ এবং সদস্যদের উন্নত সেবা প্রদানের জন্য কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের একজন শিক্ষক একটি সফ্টওয়্যার তৈরি করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র

'জ্ঞানভিত্তিক এলাকা উন্নয়ন সম্প্রসারণ' অংশে প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তিকে আইএমসিএসএল এর শেয়ার ক্রয় এবং/অথবা সকলকে পেশামুখী উচ্চ শিক্ষা গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক এলাকা উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের স্বেচ্ছাসেবকগণ দ্বারা অনানুষ্ঠানিকভাবে এ কাজ কিছুটা এগিয়ে যাচ্ছে। এভাবে সীমিত সফলতার প্রেক্ষিতে এবং দ্রুত অগ্রগতি অর্জনের জন্য আইইউবিএটি একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র চালু করেছে। এটা করা হয়েছে কৃষি সম্প্রসারণের মডেল ব্যবহার

করে যা কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রয়োগে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রের মূল কাজ হচ্ছে এইচএসসি ও সমমানের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বাজারমুখী উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহনে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রয়োজনে জ্ঞানভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের আওতায় আইইউবিএটি তে প্রদত্ত শিক্ষা সাহায্য ও সহযোগিতার সেবার সুযোগ গ্রহণ করা। ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার ১০.১০%, সুতরাং ২০১৭ও সালে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৮,৩৯,৬৩৪ শিক্ষার্থীর খুব স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীই উচ্চ শিক্ষা বিশেষ করে পেশামুখী উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

তাই, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রের কাজ হচ্ছে সার্বিক উন্নতি তথা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের বীজ বপনের জন্য তথ্য প্রদান, সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ড সম্পাদন এবং দেশের প্রতিটি এলাকার যুবসম্প্রদায়কে আইইউবিএটি র শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং একই সাথে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা যাতে জ্ঞানভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের আওতায় বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম থেকে একজন প্রযুক্তিগত গ্র্যাজুয়েট তৈরির লক্ষ্য স্বল্প সময়ে অর্জন করা সম্ভব হয়।

এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়

সম্পদের বিস্তৃত ব্যবহারে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়াসহ আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিকে টেকসই করাই ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকর্মের বাঞ্ছনীয় লক্ষ্য। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম তথা প্রতিটি যৌথ পরিবারে পেশাগত শিক্ষার সুফল পৌছে দেওয়া একটি দূরূহ কাজ অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষার সুফল বিস্তারের জন্য বাকি ৩৯.৯৯ মিলিয়ন টাকার অবশিষ্ট শেয়ারের তহবিল সংগ্রহ করা বেশ কষ্টসাধ্য। তবে শ্রম ও সময় সাপেক্ষ হলেও এইগুলি ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

জ্ঞান-ভিত্তিক এলাকা উন্নয়নের ধারণাটি কেনিয়ার নাইরোবিতে অবস্থিত জাতিসংঘের অফিসার হেডকোয়ার্টারে নভেম্বর ২০১৩ইং সালে অনুষ্ঠিত ৮ম রিজিওনাল সেন্টার অব এক্সপার্টাইজ (আরসিই) গ্লোবাল কনফারেন্সে উপস্থাপন করা হয় এবং উচ্চ শিক্ষায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির অংশগ্রহনে এর অবদানের জন্য ইউনাইটেড ন্যশনস ইউনিভার্সিটি এই কর্মসূচীকে ফ্লাগশিপ প্রজেক্ট হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। এছাড়াও দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উক্ত ধারণাটি উপস্থাপন করা হয় এবং তা উল্লেখযোগ্যভাবে স্বীকৃতি পায়, এমনকি স্পেনে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল মাইক্রোক্রেডিট সামিট ২০১১ এ ইহা জোরালোভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

== 00 ==